Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 291 - 294
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 291 - 294
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আদিবাসী সমাজের করম পূজা পদ্ধতি

পূর্ণিমা রায়
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: diyarslg@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Adivasi, Karam Puja, Pahan, Bhauri, Bandhani, Chyachari, Dhela, Mantra.

Abstract
In this article discuss about the Karam Puja in Dooars and Terai region, which is the best festival for the Adivasi Society. What kind of things they have used for the purpose of this festival that also explain. And discuss about the value and important of the Karam Puja. This festival slowly attracts all kinds of peoples in the society.

Discussion

ভূমিকা : পৃথিবীর সব কিছুই পরম ঈশ্বরের সৃষ্টি, আমরা সকলেই তা বিশ্বাস করি এবং ঈশ্বরকে মেনে চলি। এই সমাজে বহু জাতির মানুষ বসবাস করে এবং তাদের আরাধ্য দেবতা, ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজিত হয়। এই জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল আদিবাসী, এই সমাজের মানুষরা তাদের আরাধ্য দেবতা হিসেবে করম গাছকে ঈশ্বররূপে মহাসমারোহের সহিত প্রতিবছর প্রকৃতির পূজা করে।

আদিবাসী সমাজে যতগুলি উৎসব আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল 'করম পূজা'। এই উৎসবটি সাধারণত ভাদ্র মাসের একাদশী পূর্ণিমা তিথির শুক্লাপক্ষে হয়ে থাকে। করম পূজা একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব, তাই এটিকে 'ফেস্টিভল অব ক্রপস' বলা হয়। এটি কোন ব্যক্তিগত পূজা নয়। তাই কারো বাড়িতে এই পূজা করা হয় না। কোনো মাঠ বা ফাঁকা জায়গাতে সকলে একত্রিত হয়ে করম পূজার আয়োজন করা হয়। করমপূজা আদিবাসী সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। কুরুক ভাষাতে এই পূজাকে 'রাজিকরম' বলা হয় এবং সাঁওতালি ভাষাতে 'যাওয়াকরম'। যাওয়ার অর্থ হল পাঁচ রকমের শস্যের অঙ্কুর: যব, গম, ভুট্টা, ধান এবং সরিষা। আদিবাসী সমাজে আবার অনেক রকমের করম অনুষ্ঠিত হয়। যেমন- 'বুড়ি করম', 'দ্বিতীয়া করম', 'ছ্যাছাড়ি করম', 'তুসগো করম' ইত্যাদি। তবে এইসব করম পূজাগুলির মধ্যে 'রাজিকরম'কে সবথেকে শ্রেষ্ঠ উৎসব হিসেবে তারা পালন করে। অন্যান্য করম অনুষ্ঠানগুলি সাময়িকভাবে পালন করে থাকে। যেমন- 'বুড়িকরম' পূজা 'রাজি করমে'র আগে পালন করা হয়। দ্বিতীয়া করম পূজা হয় রাজি করম পূজার পরে। ছ্যাছাড়ি করম পূজা প্রধানত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 291 - 294
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ছ্যাছাড়ি এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীরা করে, তাই একে ছ্যাছাড়ি করম পূজা বলা হয়। 'তুসগো করম' (নবান্ন) করা হয় নতুন ধান তোলার পরে অর্থাৎ নতুন অন্নকে কেন্দ্র করে। এই করম পূজাগুলির মধ্য থেকে রাজিকরম পূজাকেই আদিবাসী সমাজে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হয় এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষ উৎসবে মেতে ওঠে। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে 'রাজিকরম' পূজা কীভাবে পালন করা হয় তা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হল।

পূজার সামগ্রী :

করম পূজার জন্য যেসব সামগ্রী তারা ব্যবহার করেন তা হল: করম গাছের তিনটি ডাল, জবাফুল, মাটির চারটি ঢেলা, সিঁদুর, প্রদীপ, দূর্ব্বা, শসা, গরুর দুধ, আতপ চাল, চিড়া, গুঁড়, কাঁচা সুতা (সাদা সুতা)। এসব সামগ্রীকে আদিবাসী সমাজে নৈবিদ্য বলা হয়। এসব সামগ্রীগুলির ভিন্ন ভিন্ন অন্তনির্হিত অর্থ রয়েছে। যেমন-

করম গাছের তিনটি ডাল : মানব সমাজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালের প্রতীকি অঙ্গ হিসেবে মনে করা হয়। অথবা পৃথিবী, মানুষ এবং দেবতা এই তিনটির সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর হিসেবে করম রাজাকে তারা মানে।

জবা ফুল : নতুন জীবন এবং কৃষি জীবনের প্রতীক।

মাটির চারটে ঢেলা : পৃথিবীর চারদিকের প্রতীক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ)।

সিঁদুর : জীব, আত্মা ও বলির প্রতীক।

প্রদীপ : জীবনের প্রতীক।

দূর্ব্বা : অমরত্বের প্রতীক।

শসা : ফসল ও বংশ বৃদ্ধির প্রতীক।

গরুর দুধ : শক্তি ও জীবন রক্ষার প্রতীক।

আতপ চাল : মিতব্যয়ীর প্রতীক এবং

চিড়া ও গুঁড় : করম পূজার প্রসাদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

করম পূজার নিয়মাবলী :

করম ডাল কেটে আনা : আদিবাসী সমাজে ঈশ্বর হিসেবে করম রাজাকে মানে। তাই তারা করম গাছের পূজা প্রতিবছর করে চলেছে। ভাদ্র মাসের একাদশী করম পূজার দিন। বিকাল বেলায় সূর্য অস্ত যাবার আগে এই গাছের ডাল আনার জন্য মহিলা-পুরুষ মিলে আদিবাসী বাজনা এবং পূজার উপকরণ নিয়ে করম গাছের কাছে যায়। সেখানে গিয়ে প্রথমে করম গাছের গোড়া পরিষ্কার করে আদিম (পূজার বেদি) তৈরী করে, তার পরে পাহান (পুরোহিত) করম গাছের পূজা দেন এবং গাছের গায়ে তিনটি সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়ে দেন। পাহান সাদা সুতো দিয়ে তিন ভাউরি (তিন পাক) বাঁধে এবং করম গাছের কাছে প্রার্থনা করে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য এবং যে তিনটি ডাল তারা কেটে নিয়ে যাবে সেই ডালে যেন করম দেবতা বিরাজ করেন। আগেকার দিনে করম ডাল কাটার একটি বিশেষ অস্ত্র ব্যবহার করা হত। তাকে 'বালুয়া' বলা হয়। তবে বর্তমান সময়ে লোহার দা দিয়ে কাটতে দেখা যায়। আদিবাসী পুরুষরা করম ডালকে কাটার পরে সেটি যাতে মাটিতে পড়ে না যায় তাই মেয়ে এবং মহিলারা সেই ডালটি ধরে ফেলে। এই ডালটি শুধু আদিবাসী মেয়ে অথবা মহিলারাই ধরতে এবং বহন করতে পারে। ডালটি মহিলারা কাঁধে নিয়ে মাদলের তালে সকলে নৃত্য করতে করতে করম পূজার থানে আসে।

করম ডাল স্থাপন : করম ডালটি মহিলারা পূজাবেদির চারপাশে তিন বার ঘোরে শেষে পূর্বে দিকে মুখ করে দাঁড়ায় তারপরে পাহান তাদের কাছ থেকে করমডাল তিনটি এক এক করে নিয়ে পূজাবেদিতে স্থাপন করেন। করম ডালের সাথে পূজাবেদিতে তীর বা বালুয়া রাখা হয়। আশীষ জল (পবিত্র জল) দেওয়া হয় আমের পল্লব দিয়ে পূজাবেদি ও করম ডালের ওপরে। তবে আগেকার দিনে তুষার (ঝরণা) আদিবাসী সমাজে আশীষ জল হিসেবে ব্যবহার করা হত, বর্তমান সময়ে যে কোনো কুয়োর জলকে আশীষ জল হিসেবে তারা ব্যবহার করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 291 - 294
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করম পূজা : পূজা শুরু করা হয় সূর্যাস্তের পরে অর্থাৎ সন্ধ্যায়। সর্বপ্রথম করম ডালের আশীষ করা হয় এবং সকলে মিলে মঙ্গল গান গেয়ে করম দেবতার আহ্বান করেন। এর পরে পাহান মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজাবেদির চারদিকে আশীষ জল ছিটিয়ে প্রার্থনা করেন, সেই স্থানটি যেন পবিত্র হয়ে ওঠে।

করম ডাল বন্ধনী : পাহান মন্ত্র উচ্চারণ করার সাথে সাথে করম ডালটি সাদা সুতো দিয়ে তিন ভাউরি বাঁধে।

ধূপ-ধূবন অর্পণ : মাটির ধূপতিতে নারকেলের ছোবা দিয়ে ধুনা জ্বালিয়ে পাহান পূজাবেদির চারপাশে তিনপাক ঘোরে এবং করম দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকবে।

দিয়া চড়াই : করম বেদিতে পাহান করম দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদীপ অর্পণ করেন। আদিবাসী মেয়ে-বউরা তাদের মনের বাসনা পুরণ করার উদ্দেশ্যে করম দেবতার বেদিতে প্রদীপ অর্পণ করে থাকেন।

করম পাতা এবং মাটির ঢেলা অর্পণ : পাহান করম বেদিতে চারটি করম পাতা এবং তার উপরে চারটি মাটির ঢেলা রাখে, তারপরে করম দেবতাকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্র উচ্চারণ করে আহ্বান করেন। এখানে ব্যবহৃত পাতা হল- চারটি দিকের প্রতীক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ) এবং মাটির ঢেলা হল (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ যা পৃথিবীর চার দিকের প্রতীক) অর্থাৎ পৃথিবীর চারদিক যেন মঙ্গলময় থাকে ও পৃথিবীর চারপাশে করম দেবতা তার আশীর্বাদ দেয়, এই প্রার্থনা পাহান করম দেবতার কাছে করে।

সিঁদুর চড়াই : পাহান করম ডাল থেকে শুরু করে করম বেদি, করম পাতা এবং মাটির ঢেলা সবকিছুতেই উদ্দেশ্য করে মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সাথে সাথে তিনটি করে সিঁদুরের ফোঁটা লাগায়।

দূর্ব্বা অর্পণ : পাহান করমবেদির উপরে মন্ত্র উচ্চারণ করে দূর্ব্বা অর্পণ করে এবং প্রার্থনা করে। ভগবান যেমন অমর, মানুষও যেন সেই রকমই দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে এবং পরমেশ্বরের সাথে যেন মানব জাতির মিলন ঘটে। দূর্ব্বা ঘাস যেমন সবসময় সবুজ থাকে, মানুষের জীবনও যেন তেমনই থাকে।

দুধ চড়াই : পাহান করম ডালের গোড়াতে দুধ অর্পণ করে ও মাটির ঢেলার উপরে আমপাতা দিয়ে ছিটিয়ে দেয়।

ক্ষিরা অর্পণ : পাহান তিনটি ক্ষিরা নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে করম দেবতার উদ্দেশ্যে করম বেদিতে করম ডালের গোড়াতে অর্পণ করেন এবং তিনি প্রার্থনা করেন জমিতে ফসল যেন ভালো হয়।

রোটি পিঠা অর্পণ : যেসব মহিলা ও মেয়েরা করমদেবতার কাছে মানত করেন অথবা কেউ ইচ্ছে করে করম দেবতার উদ্দেশ্যে যদি রোটি পিঠা অর্পণ করতে চান, তারা বাড়ি থেকে রোটি (আতপ চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরী এক প্রকারের বিশেষ খাদ্য), পিঠা (আতপ চালের গুড়ো দিয়ে তৈরী বিশেষ প্রকারের পিঠা) বানিয়ে নিয়ে করম দেবতার উদ্দেশ্যে পাহানকে দেয়। পাহান সেগুলি করম বেদিতে অর্পণ করেন। এই রোটি পিঠার অর্থ হল প্রেম-প্রীতি ও শুভেচ্ছার প্রতীক।

অঞ্জলি প্রদান : পুজো মণ্ডপে উপস্থিত সমস্ত বিবাহিত ও অবিবাহিত মহিলারা যারা উপবাস করেছে অথবা করেনি তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে সকলে করম দেবতার অঞ্জলি দিতে পারে। সকলের হাতে জবা ও অন্যান্য ফুল ও আতপ চাল দেওয়া হয়। পাহান মন্ত্র পড়ে, তার পরে মন্ত্রের শেষে 'বার্সো' শব্দটি বলার সাথে সাথে সকলের হাতের ফুল ও চাল করম ডালের উপরে অর্পণ করে। এই অঞ্জলী প্রদান তিনবার করা হয়। অঞ্জলি প্রদানের সাথে করমদেবতার পূজা সমাপ্ত হয়। আদিবাসী সমাজের পুরুষ মানুষেরা করমদেবতার পূজাতে অঞ্জলি প্রদান করেন না। এর পর চিড়া, গুঁড়, রোটি, পিঠা পূজার প্রসাদ হিসেবে উপস্থিত সকলকে বিতড়ন করেন পাহান এবং পূজার সাথে যুক্ত মহিলারা।

করম ডালের বিসর্জন : আদিবাসী সমাজের নিয়ম অনুসারে ভোর বেলাতে সূর্য উদয়ের আগেই করম দেবতার বিসর্জন করা হয়। পাহান করম বেদি থেকে করম ডাল তুলে নিয়ে তিনটি অদিবাসী বাড়িতে যাবেন, তার সাথে থাকে বহু আদিবাসী পুরুষ ও মহিলারা, সকলেই অদিবাসী বাজনা বাজিয়ে আদিবাসী গান ও নৃত্য করে করে পাহানের সাথে তিনটি আদিবাসী বাড়িতে ঘুরবে এবং সেই বাড়ির মহিলারা করম ডালে সিঁদুর ও জল দিয়ে করম দেবতাকে বিদায় জানাবে। এরপরে পাহান সহ সকলে মিলে করম ডালটি নিয়ে পুকুর অথবা নদীর দিকে এগিয়ে যাবে, এবং সেখানে করম ডালটি বিসর্জন দেবে, শেষে সেই জলে তারা স্নান করে বাড়ি ফিরে আসে। তারপর করমবেদির সামনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে

ওঠেন। তবে বহু জায়গাতে সারাদিন করম বেদির সামনে নানা রকম আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে সমাজের মানুষেরা এবং সন্ধ্যাবেলায় করম দেবতাকে বিদায় জানায়।

বর্তমান সময়ে করম পূজাও অন্যান্য সমাজের উৎসবের মতো সার্বজনীন রূপ নিচ্ছে। এই পূজা শুধু আদিবাসী সমাজের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সকল সম্প্রদায়ের মানুষরাই অংশগ্রহণ করছে এবং আনন্দে মেতে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করমপূজা উপলক্ষে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছেন। যার ফলে এই পূজার পরিচিতি আরও বিস্তার লাভ করেছে।

Reference:

১. হাঁজদা, রবীন্দ্রনাথ; কিসকু, গুহিরাম; হাঁসদা, তনুশ্রী আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, অ্যাভিনাল প্রেস, গুহিরাম ২০২১, পৃ. ২০

২. মণ্ডল, অমলকুমার: ভারতীয় আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রাম-সংস্কল্প, দে'শ প্রকাশন, ২০২২, পৃ. ৩০

৩. দত্ত, কৃত্তিবাস: আদিবাসী সমাজ, তুহিন পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ২১

৪. জনিল, মুহম্মদ আদুল: বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমি, ২০০৩, পৃ. ৪৫

সাক্ষাৎকার :

তেজ কুমার টোপ্পো, কার্যকারী সভাপতি, অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, তরাই ও ডুয়ার্স, তারিখ- ১৫/১১/২০২৩
অমরধন বাক্সলা, সভাপতি, অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, সহায়ক কেন্দ্র মালবাজার, তারিখ- ৫/১১/২০২৩
ভগবান মুণ্ডা, মাটিগাড়া, নিউ চামটা, টি ইস্টেট, তারিখ- ৩/১১/২০২৩
শর্মিলা টোপ্পো, নকশালবাড়ি, তারিখ- ২৫/১০/২০২৩
বিণা সামেদ, মাটিগাড়া, তারিখ- ১৫/১০/২০২৩